Learning Resource

Name of the Teacher: Prof. Supratik Guha
Discipline: B.Sc. (G)/ Subject: Economics
Semester: SEM IV
Course Code: DSC 1DT
CC4: Features of Indian Economy
Topic: Structure of Indian Economy

ভূমিকা

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিমাপ করা হয় ওই দেশের জাতীয় আয়ের পরিমাপের ভিত্তিতে। অন্যভাবে বলা যায় যে জাতীয় আয় হল অর্থনীতির উন্নযের একটি মাপকাঠি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধানতম লক্ষ্য হল জাতীয় আয় তথা মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি। এই কারণেই প্রতিটি দেশ জাতীয় আয় সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের তথ্য প্রস্তুত করে।

ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপের গুরুত্ব -

- কোনও দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটে সেই দেশের জাতীয় আয়ের হিসাবে। তাই জাতীয় আয়ের হিসাব প্রণয়ন ও তার বিশ্লেষণের গুরুত্ব অপরিসীম।
- জাতীয় আয়ের তথ্য থেকে আমরা জনসাধারনের জীবনযাত্রার মান সম্পকে অবহিত হতে পারি।
- জাতীয় আয়ের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের অবদান কতখানি তাও জাতীয় আয়ের হিসাব থেকে জানা যায়।
- ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের তথ্যের গুরুত্ব কম নয়।
- ভারতে সঞ্চয় ওমূলধন গঠনের হার কত ,জাতীয় আয়ের বন্টন কোন শ্রেণিভুক্ত লোকেদের অনুকূলে,বিদেশির নিকট ভারতবাসীর দেনা কত ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের তথ্য ভারতের জাতীয় আয় বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়।

ভারতের জাতীয় আয়ের গতিপ্রকৃতি –

- .প্রথম পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয়ের বাৎসরিক বৃদ্ধি ঘটে ৪ শতাংশ হারে।

- ২-য় পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয়ের বাৎসরিক বৃদ্ধির হার প্রায় অপরিবর্তিত থাকে।

- তৃতীয় পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয়ের বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ৩.৪ শতাংশে নেমে আসে।
- পরবর্তী তিনটি বাৎসরিক পরিক্লপনায় জাতীয় আয় বাৎসরিক৩.৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়।
- চতুর্থ পরিকল্পনায় জাতীয় আয়ের প্রকৃত বৃদ্ধি পায় বাৎসরিক৩.২ শতাংশ হারে।
- পঞ্চম পরিকল্পনায় জাতীয় আয়ের বাৎসরিক বৃদ্ধি ৫.১ শতাংশ,যা লক্ষ্য মাত্রার তুলনায় কম।
- ষষট পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় সামান্য বেশি-৫.৪ শতাংশ।
- সপ্তম পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বাৎসরিক ৫.৮ শতাংশ।
- অষটম পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিপরিকল্পনাকালে যা লক্ষ্যমাত্রাকে অতিক্রম করে ৬.৪ শতাংশ হয়।
- নবম পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় বাৎসরিক ৫.৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়,যাদিও লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল ৬.৫ শতাংশ।
- দশম পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয় বাৎসরিক প্রায় ৮ শতাংশ।
- একাদশ পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বাৎসরিক ৭.৪ শতাংশ,যা লক্ষ্যমাত্রা তুলনায় কম।
- দ্বাদশ পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি হার বাৎসরিক৬.৭ শতাংশ।

উন্নয়ন হারের বৈশিষট্য

- ব্রিটিশ যুগের তুলনায় পরিকল্পনার যুগের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের পরি মান বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।
- পরিকল্পনা যতই এগোচ্ছে ততই জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার হ্রাস পাচ্ছে।
- মাথাপিছ আয় বৃদ্ধি পেলেও তা খুবই কম।
- পরিকল্পনার ৬৫ বছর পরে ভারতের জাতীয় আয়ের এককভাবে কৃষির অবদান আর সর্বাধিক নয়।
- বিগত ৬৬ বছরে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তুলনায় ভারতের সাফল্য কিন্তু হতাশাব্যঞ্জক।
- জাতীয় আয়ের বন্টনেও বৈষম্য ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

ভারতের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত গঠন

অর্থনীতির বিভিন্ন উৎপাদন শীল ক্ষেত্রের মধ্যে যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থাকে তাকে অর্থনৈতিক কাঠামো বলে। এই কাঠামোগত পরিবর্তনের অর্থ হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন। পরিকল্পনার কাজ শুরু হওয়ার সঙেগ সঙেগ ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে নানাবিধ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। এর মধ্যে সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত গঠনের পরিবর্তন ।

অর্থনৈতিক উনয়ন ঘটলে মাধ্যমিক ও সেবাক্ষেত্রের গুরুতব বৃদ্ধি পায় এবং কৃষি বা প্রাথমিক ক্ষেএের গুরুতব হ্রাস পায়। ১৯৮১-৯০-এর দশকে যেখানে প্রাথমিক ক্ষেএের বিকাশের হার ছিল ৪.৪ শতাংশ,১৯৯১-২০০০ এই সময়কালে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অগ্রগতির হার কমে৩.১ শতাংশ এবং পরের দশকে তা আরও কমে ২.৪ শতাংশ হয়। একই চিএ মাধমিক ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। ১৯৮১-৯০-এর দশকে শিল্পক্ষেত্রের অগ্রগতির হার আগের দশকের তুলনায় বেশি হলেও(৬.৮ শতাংশ) এর পরের দশকে তা ৫.৮ শতাংশে নেমে আসে। ২০০০-০৯ সময়কালে অবশ্য কিছুটা উন্নতি ঘটে।(৬.৫শতাংশ)। কিন্তু, সেবাক্ষেএের একাধিক্রমে ঊর্ধবগতি লক্ষণীয়।

এখন প্রশ্ন হল যে কোন্ ক্ষেত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল বা কোন্ ক্ষেত্রের গুরুতব হ্রাস পেল?
সারনি ১: মোট অর্ন্তদেশীয় উৎপন্ন ক্ষেত্রগত বন্টন(২০০৪-০৫-এর মূল্যসতরে)(শতকরা হিসাবে)

	প্রাথমিক ক্ষেত্র	মাধ্যমিক ক্ষেত্র	সেবাক্ষেত্র
১৯৬০-৬১	৫০.৯	১৮.৩	৩০.৮
১৯৮০-৮১	৩৮.৭	২৩.৩	৩৮.০
১৯৯০-৯১	৩৩.১	২৪.২	৪২.৭
২০০০-১১	১৬.৮	২৫.৬	৫৭.৭
২০১৩-১৪	১৭.৯	২৬.১	৫৬.১
২০১৩-১৪(২০১১-১২মূল্যসতর)	১৮.৭	৩১.৭	৪৯.৬

জাতীয় আয়েরক্ষেত্রগত বণটনের তথ্য থেকে পাওয়া যায় ১৯৬০-৬১ সালে ভারতের জিডিপি প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান প্রায় ৫১ শতাংশ। পক্ষান্তরে মাধ্যমিক ক্ষেত্র থেকে ওই সময়এ জাতীয় আয়ের ১৮.৩ শতাংশ আসে। এরপর পরিকলপনা যতই অগ্রসর হতে থাকে এবং উন্নয়নের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান হ্রাস পেতে পেতে ২০১৪-১৪ সালএ ১৭.৯ শতাংশ নেমে আসে। অপরদিকে মাধ্যমিক ক্ষেত্রের জাতীয় আয়ের অবদান বৃদ্ধি পেতে পেতে ২০১৩-১৪ সালে ২৬.১ শতাংশ এসে দাঁড়ায়। এ ধরনের অগ্রগতি অর্থনৈতিক তত্ব সমর্থন করে না। সেবাক্ষেত্রের সাফল্য বেশি উল্লেখযোগ্য। ১৯৬০-৬১ সালে যেখানে সেবাক্ষেত্র থেকে জাতীয় আয়ের ৩১ শতাংশ পাওয়া গিয়েছিল ২০১৩-১৪ সালে তা বেড়ে ৫৬.১ শতাংশ আসে। কিন্তু ২০১১-১২ সালের মূল্যস্তরে জিডিপি-এর ক্ষেত্রগত বন্টনটি আলোচনা করলে দেখা যায় যে ২০১৩-১৪ সালে সেবাক্ষেত্রের বিনিময়ে মাধ্যমিক ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। অর্থনীতিতে এ ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তন নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্যোতক। ধীরে হলেও ভারত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগোচ্ছে।

সারণি থেকে দেখে যায় যে ভারতবর্ষের অগ্রগতি পথটি উন্নত দেশগুলি থেকে কিছুটা আলাদা ।কৃষি-শিলপ-সেবার অগ্রগতি ধারাটি এ দেশে অন্য রূপ নিয়েছে। শিলপায়ন না ঘটিয়েই সেবাক্ষেত্রের বিকাশটি নতুন ধরনের অর্থনৈতিক বিকাশের ইঙ্গিত দিলেও বিকাশের ধারা নিন্তাতই ভারতীয়। একেই সেবাক্ষেত্র বিপ্লব বলে। শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তে ভারত ক্রমশ শিল্পোত্তর সেবাভিত্তিক অর্থনীততে রূপান্তরিত হচ্ছে। ভারতে সেবাক্ষেত্রের অতিরিক্ত বিকাশের সমসাময়িক ঐতিহাসিক তত্বের বিরুদ্ধে। অর্থনৈতিক বিকাশের বর্তমান ধারাটি স্থিতিশীল হলে শিল্পক্ষেত্রের অগ্রগতিই কাম্য।

জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত গঠনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সরকারি ক্ষেত্রের জাতীয় উৎপন্নের অবদান। এই ক্ষেত্রের অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০-১০সালে মোট জাতীয় উৎপন্নে চলতি দামে সরকারি ক্ষেত্রের অবদান হ্রাস পেতে পেতে ২১.২ শতাংশ হয়। ১৯৯৯-২০০০ সালে এর পরিমান ছিল ২৩.৬ শতাংশ। পক্ষান্তরেওই সময়ে মোট জাতীয় উৎপন্নে বেসরকারি ক্ষেত্রের অবদান ছিল ৮৯.৩৪ শতাংশ। ২০০৯-১০ সালে তা হ্রাস পেয়এ ৭৯ শতাংশে দাঁড়ায়। তথাপি ভারতের অর্থনৈতিক কাছামোতে সরকারি ক্ষেত্রের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলেও এখনও জাতীয় উৎপন্নে বেসরকারি ক্ষেত্রের গুরুত্ব সর্বাধিক। গুরুত্বপূর্ণ শিখর ক্ষেত্রগুলিকে বেসরকারি মালিকানায় রাখা যুক্তিযুক্ত নয় মনে করে সরকারি ক্ষেত্রের বাপক সম্প্রসারণ পরিকল্পনার যুগে করা হয়। এতৎসত্বেও সরকারি ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ আশানুরূপ হয়নি। ১৯৮০-র দশকে উদার অর্থনৈতিক নীতি গৃহীত হয়েছিল। ১৯৯০-এর

দশকের একবারে গোড়ায় দিকে তা আরও বেশি উদার ও উন্মুক্ত করা হয়। বেসরকারি ক্ষেত্রের পাল্লা হয় ভারি।

ভারতে আয় -বন্টনের বৈষম্য

প্রকৃতি

- ভারতীয় অর্থনীতির একটি দিক হল আয় ও সম্পদ বণটনে উৎকট বৈষম্য ও দারিদ্র্য, যদিও বৈষম্য দূরীকরণ ও দারিদ্র্য দউরীকরণ ভারতীয় পরিকল্পনার অন্যতম অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য।
- জাতীয় আয়ের একটা মোটা অংশ ভোগ করে দেশের কমসংখ্যক ব্যবসায়ী ওউচ্চ-আয়ভউক্ত লোকেরা।
- আয় বণটনে অসমতা শহর ও গ্রামীণ এলাকার জনসাধারণের মধ্যে ও অনেক বেশি সুস্পষ্ট।
- আয় বণটনে অসমতা ভোগব্যয়ের অসমতাতেও প্রতিফলিত হয়।
- সম্পত্তি বণটনে বৈষম্যের অন্যতম কারণ।

আয় বৈষম্যের কারণ

- সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা ভারতের মতো মিশ্র অর্থনীতিতে আয় বৈষম্যের অন্যতম কারণ।
- ১৯৭৩ এবং ১৯৮৫ সালের মধ্যে যে অতিরিক্ত আয় সৃষটি হয়েছিল তার সুফল ভোগ করেছে সমাজের উচ্চতর শ্রেণির লোকেরা।
- বলা হয়ে থাকে যে ভারতে আয় বণটনে অসমতা সৃষটির জন্য সরকারি নিয়মনীতিও কম দায়ী নয়।
- আয় বণটনে বৈষম্যের অন্যতম মুখ্য কারণ হল বেকারত্ব ও অর্ধ বেকারত্বের ক্রমাগত ঊর্ধবগতি।
- আমাদের প্রতিক্রিয়াশীল কর কাঠামোর দরুন কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা খুব বেশি।

ফাটকিবাজি,মালমজউতকরণ,চোরাকারবার ইত্যাদি কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদএর আয় দেশের অধিকাংশ মানুষের তুলনায় অনেকগুন বেশি।

আয়-বৈষম্য হ্রাসের ব্যবস্থা

- উচ্চ-আয়ভুক্ত ব্যক্তিদের আয় হ্রাসের ব্যবস্থদি।
- একচেটিয়া ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ আয়-বৈষম্য হ্রাসের অন্যতম ব্যবস্থা বলে মনে করা হয়।
- সরকারি ক্ষেত্রের ব্যাপক প্রসারের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হল আয়-বণটনে অসমতা হ্রাস।
- ন্যূনতম প্রয়োজনপূরণ কর্মসূচির উল্লেখ করা যেতে পারে।

ভারতে দারিদ্র

দারিদ্রের কারণ

- দারিদ্রের ভয়াবহ দুষটচক্র।
- বেকরের আধিক্য
- অর্প্্যাপ্ত ভরতুকি
- ত্রুটিপূর্ন দারিদ্র-বিরোধী কর্মসূচি
- পরিকপ্লনার ত্রুটি
- জনবিস্ফোরণ

ভারত সরকারের দারিদ্র বিরোধী কর্মসূচির

কর্ম নিয়োগ ঘেঁষা কার্্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র ব্যক্তিদের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা।

- স্বণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা
- সম্পূণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা
- ইন্দিরা আবাস যোজনা
- প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা
- স্বণজয়ন্তী শহুরে রোজগার যোজনা

ভারতের বেকারসমস্যা

প্রকৃতি

গ্রামীণ বেকারত্ব

- মরশুমি বেকারত্ব- বছরের বিশেষ সময়ে কৃষি শ্রমিক কর্ম হয়ে পড়ে।
- প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব- শ্রমিকদের প্রান্তিক উৎপন্ন শূন্য ।

শহুরে বেকারত্ব

- শিল্পগত বেকারত্ব- ক্রমশ গ্রামাঞ্চলে কৃষির ওপর জনসংখ্যার চাপ অধিক হওয়ায় ও কৃষিক্ষেত্রে দুরবস্থা দেখা দেওয়ায় অধিকসংখ্যক লোক বর্তমানে শিল্পাঞ্চলে চাকরির সন্ধানে এসে ভিড় করছে।
- শিক্ষিত বেকারত্ব- শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত কর্মহীনদের সংখ্যা বাড়ছে।

বেকারত্বে কারণ

- স্বল্প অর্থনৈতিক বিকাশের হার
- ত্রূটিপূণ কর্মনিয়োগ পরিকল্পনা
- জনবিস্ফোরণ
- অনুপযুক্ত কারিগরি কৌশল
- ত্রূটিপূণ শিক্ষা ব্যবস্থা

সরকারি ব্যবস্থাদি

- কর্মনিয়োগ-ঘেঁষা উৎপাদন ও বিনিয়োগর ব্যবস্থা
- অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল গ্রাম ও শহরের ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ কর্মনিয়োগ কর্মসূচি
    - স্বণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা
    - সম্পূণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা
    - ইন্দিরা আবাস যোজনা
    - প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা
    - স্বণজয়ন্তী শহুরে রোজগার যোজনা
    - জাতীয় গ্রামীন নিয়োগ কর্মসূচি
    - গ্রামীন কর্ম সংস্থানের জন্য জরুরি প্রকল্প
    - খরাপ্রবন এলাকা কর্মসূচি
    - শহরের দরিদ্র ব্যক্তির জন্য স্বনিযুক্তির কর্মসূচি
- কর্মসূচির অন্তগত প্রকল্পগুলি মুলত শ্রমভিত্তিক এবং প্রত্যক্ষভাবে নিয়োগ সৃষটিকারি।
- আর্থিক সহায়তা ছাড়াও অনার্থিক সহায়তাও প্রবাহিত হয়।